হরতাল-অবরোধের প্রতিবাদে চবিতে শিক্ষক সমিতির মানববন্ধন

সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী চলমান হরতাল-অবরোধ এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিদেশিদের অযাচিত হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) শিক্ষক সমিতি। বুধবার (২২ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চত্বরে এ মানববন্ধন কর্মসূচি হয়।

মানববন্ধনে শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মুস্তাফিজুর রহমান ছিদ্দিকী বলেন, ‘সরকার পরিবর্তনের একমাত্র পন্থা নির্বাচন। কিন্তু যারা হরতাল-অবরোধের নামে দেশের ভেতর ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে তারা মনে করে, তাদের এই অপ-তৎপরতার মাধ্যমে দেশের ক্ষমতা হস্তক্ষেপ করতে পারবে। এরকমভাবে দেশ ও দেশের জনগণের ক্ষতি সাধন করে কখনও ক্ষমতায় যাওয়া সম্ভব না। তাই আমরা তাদেরকে আহ্বান করছি এরকম ধ্বংসাত্মক কাজ বন্ধ করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে জনগণকে গণতান্ত্রিক পন্থায় নেতৃত্ব প্রদান করতে সহায়তা করুন।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা দেখছি, আমাদের গণতন্ত্রে বিদেশিরা নগ্ন হস্তক্ষেপ। এভাবে হস্তক্ষেপ করে বাংলাদের গণতান্ত্রিক পন্থা নস্যাৎ করতে পারবে না। আমরা তাই জনগণের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা নিজ নিজ জায়গা থেকে সচেতন হয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বজায় রাখুন।’

শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল হক বলেন, ‘আমরা মনে করি, দেশে শক্তিশালী বিরোধী দল থাকবে, রাষ্ট্র পরিচালনার এটি ক্ষেত্রে দরকার। আমাদের শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে একটি ক্ষেত্রে আপত্তি, যে দলই হোক না কেন, তাদের আন্দোলন কর্মসূচির জন্য বৈধ পন্থা অবলম্বন করুন যাতে দেশ ও জনগণের ক্ষতি না হয়। কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, চোরাগোপ্তা হামলার মাধ্যমে, রাস্তার পাশে রাখা গাড়ি, গ্যারেজের ভেতরে গিয়ে গাড়িতে অগ্নিসংযোগ ঘটাচ্ছে। এসব নৈরাজ্য ও ধ্বংস কখনও আমাদের কাম্য না। তাই আজকের মানববন্ধনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে এসব ধ্বংসাত্মক কাজের তীব্র নিন্দা জানাই এবং এসব ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।’

মানববন্ধনে আরও বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন অনুষদের ডিন, শিক্ষক সমিতির সদস্য ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ।

মানববন্ধনে তারা বলেন, ‘হরতাল অবরোধের ১৪তম দিনে এসে আমরা আজ রাস্তায় দাঁড়িয়েছি। আজকে আমরা বাধ্য হয়েছি এখানে দাঁড়াতে। বর্তমান নৈরাজ্যের প্রতিবাদে আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি। আমরা বলতে চাই, সরকার পরিবর্তন হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটের মাধ্যমে। জনগণ যাকে চাইবে তারা হবে নির্বাচিত। এই হরতাল, অবরোধ, ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে দিনমজুর, বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেছে। ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ করে দিতে হচ্ছে।’ এভাবে হরতাল অবরোধ, অগ্নিসংযোগ বন্ধ করে দেশের স্বাভাবিক পরিস্থিতি বজায় রেখে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণকে সরকার নির্বাচনে সহায়তা করার জন্য আহ্বান জানান তারা।

নির্বাচনের আগে বিশেষজ্ঞ টিম পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সহিংস ঘটনা মূল্যায়নে ৫ সদস্যের বিশেষজ্ঞ টিম পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। তারা নির্বাচনের পুরোটা সময় বাংলাদেশে থাকবে।

নির্বাচন কমিশনকে এ সংক্রান্ত চিঠিও দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের দুই গবেষণা প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট (এনডিআই) এবং ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট (আইআরআই)।

এনডিআই ও আইআরআই জানিয়েছে, বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদে চারজন বিশেষজ্ঞ এবং একজন সমন্বয়কারী পাঠানো হবে। তারা বাংলাদেশে ছয় থেকে আট সপ্তাহ কাজ করবেন। তারা নির্বাচনের সপ্তাহ দুয়েক আগে ঢাকা পৌঁছাবেন।

এনডিআইয়ের এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় কর্মসূচির পরিচালক জেমি স্পাইকারম্যান এবং আইআরআইয়ের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক আঞ্চলিক পরিচালক

স্টিফেন চিমারের যৌথ স্বাক্ষরে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়, বিশেষজ্ঞ মিশনের কাজ হবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সহিংসতার জন্য কারা দায়ী এবং এর প্রভাব মূল্যায়ন করা।

এতে আরও জানানো হয়, বিশেষজ্ঞ মিশনের কাজ হবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সহিংসতার জন্য কারা দায়ী এবং এর প্রভাব মূল্যায়ন করা। এই বিশেষজ্ঞরা নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সহিংসতার ঘটনা মূল্যায়ন করবেন। বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সহিংসতা, কোনো রাজনৈতিক দলের অন্তর্দলীয় কোন্দলের কারণে সহিংসতা, নারী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে সহিংসতা, অনলাইনে হয়রানি ও হুমকি ইত্যাদি বিষয় তারা খতিয়ে দেখবেন। এসব পরিস্থিতিতে সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকাও মূল্যায়ন করবেন তারা।

ভবিষ্যতে নির্বাচন ঘিরে সহিংসতা কমাতে ওই মিশন প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবে। এ ছাড়া এনডিআই ও আইআরআইয়ের বিশেষজ্ঞরা তাদের মূল্যায়ন জনসমক্ষে প্রকাশের পাশাপাশি ইসিতে প্রতিবেদন জমা দেবেন।

এর আগে গত অক্টোবর মাসে ঢাকায় এসেছিল এনডিআই ও আইআরআইয়ের একটি প্রতিনিধি দল। তারা বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরিবেশসহ নির্বাচনপূর্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে। সে সময় তারা মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন, আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, বিদেশি কূটনীতিকসহ অংশীজনদের সঙ্গে পৃথক পৃথক বৈঠক করে।

নির্বাচন নিয়ে সংগঠিত হচ্ছে দলগুলো, বিএনপি কিংকর্তব্যবিমূঢ়

আগামী ৭ জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠিত হচ্ছে বিরোধীদলগুলো। তবে বড় বিরোধীদল বিএনপি এখনও নিজেদের সংগঠিত করতে পারেনি। তৃণমূলের নেতারা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিলেও

শীর্ষনেতৃত্ব থেকে নির্দশনা না আসায় তারা ঘোষণা দিতে পারছে না। বিশ্লেষকরা বলছেন, আগামী ৫বছরের ভাগ্য নির্ধারণে যদি বিএনপি সিদ্ধান্ত নিতে না পারে তবে তার কর্মী সমর্থকদের কী জবাব দেবে?

রাজনৈতিক দল হিসেবে ২০২৩ সালে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) নিবন্ধিত হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (বিএনএম)। দলীয় প্রতীক হিসেবে পেয়েছে নোঙর। আসন্ন দ্বাদশ নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে ৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন দলের কেন্দ্রীয় নেতারা। যদিও তাদের তৎপরতা নিয়ে বিএনপি জামায়াত থেকে কিছু বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। যদিও দলটির নেতারা বলছেন, কারও ইন্ধনে নয়, সংসদে শক্তিশালী বিরোধী দল হতেই নির্বাচনে যাবে বিএনএম।

এদিকে, বিএনপির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনে থাকা বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির নেতৃত্বে নতুন জোট যুক্তফ্রন্টের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে বুধবার (২২ নভেম্বর)। আত্মপ্রকাশের দিনে দলীয় সরকারের অধীনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তফ্রন্ট। নতুন জোটে থাকা দলগুলো হলো– বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি (হাত ঘড়ি প্রতীক), বাংলাদেশ মুসলীম লীগ-বিএমএল (হাতপাঞ্জা), বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (কাঁঠাল প্রতীক)। সংবাদ সম্মেলনে কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহীম নতুন জোটের আত্মপ্রকাশের ঘোষণা দিয়ে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে জোটগতভাবে অংশ নেওয়ার কথা জানান। তিনি বলেন, ‘আমরা আসন্ন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত হয়েছি। সম্ভাবনা আছে ৩০ নভেম্বর মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন কয়েকটা দিন বিলম্ব হতে পারে, নাও হতে পারে। যদি মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন বিলম্ব হয়, তাহলে বাকি তারিখগুলোও আনুপাতিকহারে বৃদ্ধি পাবে। আমাদের জোট যুক্তফ্রন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জোটগতভাবে অংশ নেবো। এর জন্য আমরা একটি বড় ঝুঁকি নিচ্ছি। অতীতেও আন্দোলনের অংশ হিসেবে বড়-ছোট দল নির্বাচনে অংশ নিয়েছে।’

এর আগে বিএনপির সাবেক দুই নেতাকে সামনে রেখে ২০২১ সালে ৭ জুলাই গঠিত হয় বিএনএম। দলটির আহ্বায়ক হিসেবে ছিলেন বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক আবদুর রহমান। বর্তমানে তিনি কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে আছেন। কারা যুক্ত হলো বলতে গিয়ে বিএনএম-এর মহাসচিব ড. মো. শাহজাহান বলছেন, শুধু বিএনপি নয়, আওয়ামী লীগের জেলা–উপজেলা পর্যায়ের অনেক জনপ্রিয় নেতাসহ দেশের রাজনীতিতে প্রভাবশালী ও

সমাজে পরিচিতি রয়েছে এমন অনেকেই বিএনএমের আসতে চাচ্ছেন। তিনি বলেন, ‘যাদের আমাদের দলের নীতির সঙ্গে মিল রয়েছে, সৎ, সাহসী, নির্ভিক, দুর্নীতিমুক্ত, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা রয়েছে তাদেরই আমরা দলে রাখছি। দলছুট বা বাগাতে পারি বিষয়টা এরকম না। তবে এটা সত্য বিএনপি থেকে আপাতত বেশি আসছে এবং সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আসছে।’

বিএনপিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) সভাপতি ও সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেছেন, ‘নির্বাচনের ট্রেনে উঠুন, আর না হয় কলার ভেলায় চড়ে সাগরে ভেসে যাবেন।’ বিএনপিকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশে আর ‘৭৫ বা ‘৮২ বা ১/১১-এর মতো ভূতের সরকার, সামরিক সরকার হবে না। ওই আশায় বসে না থেকে নির্বাচনি ট্রেনে উঠে পড়ুন। দেশকে সাংবিধানিক ধারায় চলতে সাহায্য করুন।’

অর্থপাচার ও জঙ্গি অর্থায়ন রোধে বাংলাদেশের উন্নতি

বিদেশে অর্থপাচার ও জঙ্গি অর্থায়ন রোধে বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নতি হয়েছে বলে জানিয়েছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক দ্য ব্যাসেল ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স। প্রতিষ্ঠানটি নভেম্বর মাসে প্রকাশ করা ২০২৩ সালের প্রতিবেদনে এতথ্য জানায়। ২০২২ সালে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ৫ দশমিক ৭৫। চলতি বছরের সূচকে বাংলাদেশের স্কোর ৫ দশমিক ৮০। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় এবার উন্নতি হয়েছে শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশ মিয়ানমারের অবস্থান ছিল ভয়াবহতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর তালিকায় শীর্ষ তিনে।

মিয়ানমারের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে ডিআর কঙ্গো ও হাইতি। চলতি বছরের তালিকায় ১৫২টি দেশের মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হাইতি। এরপরই পর্যায়ক্রমে চাদ ও মিয়ানমারের অবস্থান। এছাড়া সুচকে ভিয়েতনাম, চীন, ভুটান, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকাকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ অবস্থান করছে ৪৬ নম্বরে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সুইজারল্যান্ডভিত্তিক দ্য ব্যাসেল ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স গত ১৩ নভেম্বর এ তালিকা প্রকাশ করে। বিশ্বের ১৫২টি দেশের ওপর এ র্যাংকিং করা হয়। এই তালিকায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে চীনের অবস্থান ২৭, পাকিস্তান ৬১ ও শ্রীলঙ্কা ৬২তম অবস্থানে রয়েছে। তবে এই তালিকায় ভারত, নেপাল, আফগানিস্তানের নাম নেই। আর প্রভাবশালী দেশ যুক্তরাষ্ট্র ১১৯ ও যুক্তরাজ্য ১৪০তম। সবচেয়ে ঝুঁকিহীন দেশের তালিকায় রয়েছে ফিনল্যান্ড, সুইডেন, আইসল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও স্লোভেনিয়া।

সংস্থাটি ১২ বছর ধরে র্যাংকিং তালিকা তৈরি করে আসছে। একটি দেশের পাঁচটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে র্যাংকিং দেয়া হয়। মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা পরিপালনে ৬৫, ঘুষ ও দুর্নীতি আর্থিক স্বচ্ছতা ও মানদণ্ড, আইনগত ও রাজনৈতিক ঝুঁকিতে ১০ করে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় পাঁচ নম্বর রয়েছে।

বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সূচকে উন্নয়নের কারণ হিসেবে আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কাঠামোর মানোন্নয়নের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে, বাংলাদেশ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক অঙ্গীকার, আন্তঃসংস্থার কাজের সমন্বয়, আর্থিক খাতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকারের পর্যাপ্ত লোকবল ও অর্থের সংস্থান ভূমিকা রেখেছে।

উল্লেখ্য, এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানিলন্ডারিংয়ের (এপিজি) মিউচুয়াল ইভ্যালুয়েশন রিপোর্ট মোতাবেক বাংলাদেশ এফএটিএফের ৪০টি সুপারিশের বিপরীতে ৮টিতে কমপ্লায়েন্ট, ২৭টিতে লার্জলি কমপ্লায়েন্ট এবং ৫টিতে পার্শিয়ালি কমপ্লায়েন্ট রেটিং পেয়েছে। বাংলাদেশ এফএটিএফের ৪০টি সুপারিশের সবকটিই বাস্তবায়ন করেছে।

বিএনপি-জামায়াত অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান

বিএনপি-জামায়াত হরতাল, অবরোধ দিয়ে জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তারা গণতন্ত্রের রাজনীতি করে না, সংবিধানের ওপর আস্থা নেই। বিএনপি-জামায়াত নির্বাচন বানচাল করতে চায়। তাদের এই অপশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান এসেছে গৌরব’৭১ ও স্বাধীনতা সাংবাদিক ফোরামের আ্রলোচনা সভায়।

আজ মঙ্গলবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের তোফাজ্জেল হোসেন মানিক মিয়া হলে ‘হরতাল-অবরোধ আর আগুন সন্ত্রাস: বন্ধ হোক এই অপরাজনীতি’ শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা এই আহ্বান জানান।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি বলেন, ‘বাসে-ট্রেনে আগুন দিয়ে, চোরাগোপ্তা হামলা করে দেশের রাষ্ট্রীয় কাজ থামানো যাবে না। এগুলো কোনো রাজনৈতিক কর্র্মসূচি নয়; এটা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। তারা ভেবেছে বাসে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে সম্পত্তি ধ্বংস করে বোধহয় নির্বাচন বানচাল করা যাবে। নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী উৎসবমুখর পরিবেশে হবে। নির্বাচন বানচাল করা যাবে না।’

হানিফ বলেন, ‘২৮ অক্টোবরের পর থেকে বিএনপি-জামায়াত রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে ১৮৬টি বাস-ট্রাক আগুন পুড়িয়েছে। রাজনীতির সাথে এই আগুনের কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। জঙ্গি বা সন্ত্রাসীদের কাজ, এটা কিভাবে গণতন্ত্র হয়।’

তিনি বলেন, ‘বিএনপির সঙ্গে সমমনা কিছু দল আছে, নাম সর্বস্ব দল। তাদের নেতারা টকশোতে এসে ইনিয়ে বিনিয়ে বলার চেষ্টা করেন এটা বিএনপি নেতাকর্মী করেনি। সরকারের ওপরই দোষ চাপাতে চায়। মিথ্যাচারের একটা সীমা থাকে। যারা আগুন দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করে আবার এদের পক্ষে আবার সাফাই করা হয়। এটি জাতীর জন্য লজ্জা।’

সভাপতির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী বলেন, ‘বিএনপি-জামায়াত গণতন্ত্রের রাজনীতি করে না। এই দল সৃষ্টি হয়েছিল স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি নিয়ে। তারা

মানুষকে ভালোবাসে না, সংবিধানের প্রতি আনুগত্য নেই। এই স্বাধীনতা তারা চায়নি। যার কারণে স্বাধীন বাংলাদেশে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে উন্নয়ন হয়েছে তা তারা বাধাগ্রস্ত করতে চায়।’

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট সানজিদা খানম বলেন, ‘২৩ দিনে অবরোধের নামে ১৮৬টি গাড়ি পুড়ানো হয়েছে। যারা নির্বাচনে আসতে চায় না, তারাই এসব পুড়িয়েছে। পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসতে চায়, দেশকে অশান্ত করতে চায়। তাদের অবৈধভাবে জন্ম হয়েছে আর এজন্য তারা অবৈধভাবেই ক্ষমতায় আসতে চায়।’

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছ বলেন, ‘হরতাল, অবরোধ ডাকার অধিকার প্রতিটি রাজনৈতিক দলের আছে কিন্তু মানুষকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা ক্ষমতা কাউকে দেয়া হয়নি। রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে বাসে আগুন দিয়ে ঘুমিয়ে থাকা মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করা হচ্ছে। এটা কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি হতে পারে না, এগুলো সন্ত্রাসী কর্মসূচি।’

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সহ সভাপতি মানিক লাল ঘোষ বলেন, ‘যখনই নির্বাচন আসে তখনি নাশকতা চালানো হয়। গণতান্ত্রিক ধারায় দেশ এগিয়ে যেতে চায় তখনই সেই অগ্রযাত্রাকে দাবিয়ে দেয়ার জন্য তাদের অপচেষ্টা শুরু হয়। যারা উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করে সাধারণ মানুষর ক্ষতি করতে চায়, আসুন সবাই মিলে তাদের প্রতিহত করি।’

আলোচনা সভার শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন গৌরব ’৭১ সাধারণ সম্পাদক এফ এম শাহীন। তিনি বলেন, আমরা বাসে চড়ে অফিসে কিংবা বাসায় নিরাপদে পৌঁছাতে চাই। কিন্তু বিএনপি-জামায়াতের বাস আগুন দেয়ার ঘটনায় আজ মানুষ শঙ্কা নিয়ে গাড়িতে ওঠে। আমরা তাদের অবরোধের আগুনে ঝলসে যেতে চাই না।’

সভা সঞ্চালনা করেন স্বাধীনতা সাংবাদিক ফোরাম নেতা ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খায়রুল আলম।
আলোচনা সভার শুরুতে বিএনপি-জামায়াতের অবরোধে দেওয়া আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত অন্তত ১০ জন বাস মালিক ও শ্রমিক নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। এসময় তারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।

এর মধ্যে বোরাক পরিবহনের চালক মিরাজ হোসেন বলেন, ‘রাত ১০ টার দিকে আমরা গাড়িতে আগুন দিয়েছে। আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি। গাড়ি পুরা

কঙ্কাল হয়ে গেছে। একেবারে শেষ হয়ে গেছি। এমনভাবে পুড়েছে ঠিক করাও যাচ্ছে না। আমি খুব নিঃস্ব, অসহায়।’

শিকড় পরিবহনের মালিক লিটন মিয়া বলেন, ‘মিরপুর ১১ পার হওয়ার পর আমার গাড়িতে আগুন দেয়া হয়েছে। তারা যাত্রীবেশে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে গেছে। গাড়ির সবকিছুই পুড়ে গেছে। আমার ইনকাম সোর্স বন্ধ হয়ে গেছে।’

অছিম পরিবহনের মালিক সাইদুর রহমান বলেন, ‘আমার দুইটা স্টাফ গাড়ির ভেতর ছিল। দুই মিনিটে গাড়িটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একজন মরে কয়লা হয়ে গেছে। আরেকজন ৬০ শতাংশ পুড়ে গেছে। তাদের পরিবারের অবস্থাও খারাপ।’

হরতাল-অবরোধের বিরুদ্ধে স্কুল-কলেজ শিক্ষার্থীদের মিছিল

হরতাল-অবরোধ মানি না- মানবো না। হরতাল-অবরোধ বন্ধ করো- করতে হবে’- এমন স্লোগান দিয়ে বার্ষিক পরীক্ষার সময় ডাকা হরতাল-অবরোধের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার তারা রাজধানীল বিভিন্ন এলাকায় হরতাল-অবরোধের বিরুদ্ধে মিছিল করে।

বার্ষিক পরীক্ষা ব্যাহত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে রাজধানীসহ দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক পরীক্ষার তারিখ দফায় দফায় পরিবর্তন করা হয়েছে। তবে শঙ্কার মধ্যেও রাজধানী এবং দেশের বড় শহরগুলোতে শুক্রবারেও পরীক্ষা নিয়েছে কর্তৃপক্ষকে।

বার্ষিকী পরিক্ষার সময় হরতাল-অবরোধ ডাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থী। তারা বলছেন, ‘বার্ষিক পরীক্ষার সময় যারা লাগাতার হরতাল-অবরোধের ডাক দিচ্ছে তারা মূলত শিক্ষার্থীদের

শিক্ষাজীবন নষ্ট করছে।’

বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, হরতার-অবরোধের কারণে গত ২৪/২৫ দিন ধরে তারা নিরাপদে স্কুলে যেতে পারছেন না। তাদের মধ্যে ভয়-ভীতি, আতঙ্ক কাজ করছে। বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হলেও অনেকেই ভয়ে স্কুলে যাচ্ছেন না। অভিবকরাও সন্তানদেরকে স্কুলে পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন। ফলে নির্ধারিত তারিখে তারা পরীক্ষাও দিতে পারছেন না।

মানিক মিয়া এভিনিউয়ের রাজধানী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মোজাম্মেল হক জানান, শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষাজীবন নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। এ কারণে তারা নিরাপত্তা চেয়ে, পরীক্ষার সময় হরতাল-অবরোধ বন্ধের দাবিতে স্কুল থেকে মিছিল বের করেছে।

প্রভাতী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাহিদ চৌধুরী বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা সকালে মিছিল বের করে হাতিরঝিল হয়ে সোনারগাঁও মোড় পর্যন্ত মিছিল করেছে। তারা যেন নিরাপদে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে পারে সেই দাবি জানিয়েছে।’

একই দাবিতে রাজধানীর নাজনীন স্কুল এন্ড কলেজ, শেরে বাংলা নগর আদর্শ মহিলা কলেজ, তেজগাঁও মহিলা কলেজ, ইস্পাহানি স্কুল এন্ড কলেজ, নজরুল কলেজ, বিটিসিএল স্কুল এন্ড কলেজ, শেরে বাংলা স্কুল এন্ড কলেজ, শাহানুর মডেল হাই স্কুল, বি জি প্রেস হাই স্কুল, তেজগাঁও আদর্শ স্কুল এন্ড কলেজ এন্ড কলেজ, নাখাল পাড়া হোসেন আলী স্কুল এন্ড কলেজ, তেজগাঁও মডেল স্কুল, তেজগাঁও কলেজ, মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় সরকারি কলেজসহ রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমে মিছিল করে।

তবে কী ভোটের তারিখ পেছাবে?

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে চলছে নানা হিসেব নিকেশ। সব রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে আনতে চেষ্টা চালাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা হলে ভোটের তারিখ পেছাতে আপত্তি নেই বলে

জানিয়েছেন তিনি। ২০১৮ সালে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তপশিল ঘোষণার পরও রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য ভোটের তারিখ পিছিয়েছিল নির্বাচন কমিশন।

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তপশিল অনুযায়ী আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত মনোনয়ন ফরম জমা দেওয়া যাবে। ১ থেকে ৪ ডিসেম্বর মনোনয়ন ফরম যাচাই-বাছাই করা হবে। বাছাইয়ে কারও মনোনয়ন ফরম বাতিল হলে তিনি আপিল করার সুযোগ পাবেন। কোনো প্রার্থী ইচ্ছা করলে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত মনোনয়ন ফরম প্রত্যাহার করতে পারবেন। আর চূড়ান্ত প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ করা হবে ১৮ ডিসেম্বর।

নির্বাচনের তপশিল ঘোষণার পর নির্বাচন কমিশনে জোটবদ্ধ নির্বাচনের তথ্য জানিয়েছে ১০টি রাজনৈতিক দল। আওয়ামী লীগসহ কয়েকটি দল এরই মধ্যে দলীয় মনোনয়ন ফরম বিক্রি শুরু করেছে। যদিও বিএনপি ও সমমনা দলগুলো নির্বাচনে অংশ নেবেনা বলে ঘোষণা দিয়েছে। আর জোটবদ্ধ নাকি একক নির্বাচন সেই ইস্যুতে বিভক্ত হয়ে আছে সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টি। তবে শেষ পর্যন্ত তারা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে এটা প্রায় নিশ্চিত। দলটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম রওশন এরশাদ রবিবার রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নির্বাচনের তপশিল ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন। এসময় তিনি রাষ্ট্রপতিকে তফশিল পেছানোর আহ্বান জানান।

যদিও বিএনপিকে নির্বাচনে আসার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, ‘আমরা সবাইকে নিয়ে নির্বাচন করতে চাই। একা নির্বাচন করতে চাই না, সবাইকে নিয়ে ক্ষমতায় যেতে চাই। সব দলকে নির্বাচনে আসার আহ্বান জানাই। যারা নির্বাচনে আসতে চায় তাদের জন্য নির্বাচনের দরজা খোলা আছে। বিএনপি যদি মন পরিবর্তন করে নির্বাচনে আসে তাহলে স্বাগত জানাই।’

সোমবার সাংবাদিকদের নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা বলেন, ‘এখনো যেসব রাজনৈতিক দল আসেনি তারা যদি আসতে চায় তাহলে আইন মেনে তাদের নির্বাচনে আসার পথ তৈরি করা হবে। বিএনপি নির্বাচনে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনো ধরনের সহায়তা চাইলে তাতে ইতিবাচক সাড়া দেবে ইসি। যদি তারা নির্বাচনে আসতে চায় তাদের আমরা স্বাগত জানাব।’ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা হলে ভোটের তারিখ পেছাতে আপত্তি নেই বলেও জানান নির্বাচন কমিশন।

রাষ্ট্রপতির সাথে জাতীয় পাটির নেতৃত্বের সাক্ষাৎ, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের আহবানের পর নির্বাচন কমিশনারে মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতির মাঠে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাও বলছেন নির্বাচনে না যাওয়া বিএনপির আরেকটা ভুল হবে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. হারুন-অর-রশিদ বলেন, ‘এবারের নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হতেই হবে। ২০১৪ ও ২০১৮ সালের মতো আরেকটি নির্বাচনের বোঝা দেশের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। তবে সরকারি দলের পক্ষ থেকে বিএনপির সঙ্গে বহুবার কথা বলার চেষ্টা করা হয়েছে। ২০১৪ সালের নির্বাচনে না গিয়ে বিএনপি সবচেয়ে বড় ভুলটা করেছে। এবার নির্বাচনে না যাওয়া হবে আরেকটা ভুল। সময় হাতে খুব কম। আওয়ামী লীগ তো নির্বাচনে জোয়ার তৈরি করে ফেলবেই, নতুন নতুন দলও নির্বাচনে আসবে।‘

` অযৌক্তিক’ হরতালের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে বানচালের উদ্দেশ্যে গত ২৯ অক্টোবর থেকে সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত টানা হরতাল-অবরোধ ডাক দিয়েছে বিএনপি ও তার সমমনা দলগুলো। কর্মসূচি সফল করতে বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর নেতা কর্মীরা একের পর এক চোরাগোপ্তা হামলা করছে যানবাহনগুলোতে। শতশত যানবাহনে পেট্রোল বোমা মেরে পুড়িয়ে দিচ্ছে তারা, যা জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি করছে। শুধু পরিবহন সেক্টরেই নয়, হরতাল অবরোধের নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে দেশের প্রতিটি সেক্টরে। আর এতে ধীরে ধীরে ফুঁসে উঠছে দেশের সাধারণ মানুষ। বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ বিএনপির ডাকা হরতালের প্রতিবাদে নেমে আসছে রাজপথে।

তফসিল ঘোষণার প্রতিবাদে রবিবার ও সোমবার হরতালের দ্বিতীয় দিনে রাজধানীর মোহাম্মদপুর, সাত মসজিদ রোড, আসাদগেট, মিরপুর সড়ক, সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়, নিউমার্কেট, শাহবাগ, মৎস্যভবন মোড়,

প্রেস ক্লাব, পল্টন, কাকরাইল, গুলিস্তান, দৈনিক বাংলা মোড়সহ বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে প্রতিটি সড়কেই যানবাহনের তীব্র চাপ। রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টের কোথায় হরতাল সমর্থকদের পিকেটিংয়ে দেখা যায়নি। রাজধানীর প্রধান সড়কগুলোতে কোনো রকম বাধা ছাড়াই যানবাহন চলাচল করতে দেখা গেছে।

শিকড় পরিবহনের চালক সেলিম জানান, তার গাড়ি মিরপুর থেকে আসছে। গাড়ি ভর্তি যাত্রী। কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি। তবে যাত্রীদের মধ্যে এক ধরণের ভয়, আতঙ্ক আছে।

মোহাম্মদপুর থেকে ছেড়ে আসা গুলিস্তান অভিমুখী সিটি বাসের চালক মনির বলেন, বসিলা থেকে গাড়ি নিয়ে আসছি। রাস্তায় অনেক যাত্রী। গাড়িতেও যাত্রী আছে। মনির বলেন, `গতকালের তুলনায় আজকে বাস বেশি চলছে।‘ হরতালের সমালোচনা করে তিনি বলেন, `যারা হরতাল ডাকে তারা রাস্তায় থাকে না। কিন্তু হরতালের আগের রাতে গাড়িতে আগুন দিয়ে সবার মধ্যে ভয় ঢুকিয়ে দেয়। আমরা গরীব মানুষ, এই হরতালে গাড়ি বন্ধ থাকলে খাবো কিভাবে, সেজন্য গাড়ি নিয়ে বের হই।‘

বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় হরতাল ও অবরোধকে ‘অযৌক্তিক বর্ণনা করে ইতোমধ্যে পথে নেমেছে শিল্পী সমাজ, পেশাজীবী নানা সংগঠন। এমনকি বার্ষিক পরীক্ষার এই সময়ে হরতালের মতো কর্মসূচি দিয়ে শিক্ষাজীবনকে হুমকির মুখে ফেলার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন অভিভাবকবৃন্দও।

হরতালে উদ্বিগ্ন অভিভাবক সমাজ
সংসদ নির্বাচনের জন্য ৩০ নভেম্বরের মধ্যে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছিল মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর। কিন্তু গত ২৯ অক্টোবর থেকে টানা হরতালে উত্তপ্ত সারাদেশ। প্রতিদিনই দেশজুড়ে সংঘর্ষ, ককটেল বিস্ফোরণ, গাড়িতে আগুন দেয়ার মতো ঘটনা ঘটছে। আবার নির্দেশনামতো এমন পরিস্থিতিতেই পরীক্ষা নিতে হচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর। এতে সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা। এমন পরিস্থিতিতে গত ১৮ নভেম্বর রাজধানীর ভিকারুন্নেসা স্কুল এন্ড কলেজের সামনে এক মানববন্ধনের মাধ্যমে উদ্বেগের কথা তুলে ধরেন অভিভাবকরা।

সহিংসতা বন্ধে শাহবাগে মানববন্ধন
হরতাল-অবরোধ কর্মসূচির প্রতিবাদে গত ১৮ নভেম্বর শাহবাগ জাদুঘরের সামনে মানববন্ধন করেন দেশের শিল্পী সমাজ। ‘’ধ্বংসের বিরুদ্ধে

শিল্পীসমাজ” এর ব্যানারে শিল্পীরা বিএনপির চলমান হরতাল অবরোধের নামে যে ধ্বংসাত্বক কর্মকান্ডকে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেন। শিল্পীদের ভাষ্যমতে, হরতাল অবরোধের মতো কর্মসূচি অভিধান থেকে হারিয়ে গিয়েছিল,সেগুলোকে আবার ফিরিয়ে এনেছে বিএনপি।

দেশের শিক্ষকসমাজের বিবৃতি
বিএনপি জামাতের অবৈধ হরতালের বিপক্ষে বিবৃতি দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিতযথা শিক্ষকবৃন্দ । শিক্ষকদের দাবি, হরতালের মতো কর্মসূচি দিয়ে বিএনপি জামাত শুধুমাত্র দেশের মানুষের ভোগান্তি সৃষ্টি করছে। তারা যেনো অনতিবিলম্বে হরতালের মতো নাশকতামূলক কর্মসূচি থেকে বেরিয়ে এসে গণতান্ত্রিক উপায়ে দেশের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে সে আহ্বান করেছেন শিক্ষকসমাজ।

দেশের সকল শ্রেণীপেশার মানুষ হরতালের বিপক্ষে, তারপরও কেনো বিএনপির এই হরতাল অবরোধ খেলা জানতে চেয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আনিসুর রহমান বলেন, সরকার পতনের আন্দোলনের নামে সারা দেশে হরতাল অবরোধের মতো কর্মসূচি দিয়ে দিনের পর দিন মানুষকে ভোগান্তিতে ফেলছে বিএনপি। তারপরও কেনো এই হরতাল, কেনো এই অবরোধ। আমাদের মতো জনগনের কাছে এটা ‘অযৌক্তিক’।

বিএনপির অবরোধ অবরোধ কর্মসূচি ইতোমধ্যে ব্যর্থ হয়েছে দাবি করে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্মুদ বলেছেন, ‘রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম হয়েছে। মানুষ অবরোধ পালন করছে না, বরং ভয়ের ভাবটাও কেটে যাচ্ছে।’ বিএনপি নেতারা নিজেরা আত্মগোপনে থেকে কর্মী ও সন্ত্রাসীদের টাকা দিয়ে গাড়ি পোড়ানো, মানুষের ওপর হামলা পরিচালনা করাই তাদের অবরোধ কর্মসূচি। এগুলো কোনও রাজনৈতিক দলের কাজ না, সন্ত্রাসী সংগঠনের কাজ।

ভোটে আগ্রহী দলের সংখ্যা

বাড়ছে

নিবন্ধিত দলগুলোর মধ্যে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে। প্রথম দিন ১০টি দল নিজেদের অবস্থান নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) জানিয়েছে। দ্বিতীয় দিন আরও পাঁচটি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণসংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতার বিষয় ইসিকে অবহিত করে। এখন পর্যন্ত ১৫টি আগ্রহ প্রকাশ করায় নির্বাচন কমিশন মনে করছে নিবন্ধিত অন্তত এক-তৃতীয়াংশ রাজনৈতিক দল দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। এসব দল নির্বাচনে অংশ নিতে জোটগত অবস্থান বা দলীয় মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষমাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম নির্বাচন কমিশনকে জানিয়ে চিঠি দিয়েছে। এসবের বাইরে আরও কিছু রাজনৈতিক দল শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে অংশ নেবে বলেও বিভিন্ন মাধ্যমে জানতে পেরেছে নির্বাচন কমিশন। ৩০ নভেম্বর মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। এ সময়ের মধ্যে আগ্রহী দলের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। ইসিসংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জোটবদ্ধ হয়ে অংশ নিতে হলে তফশিল ঘোষণার ৩ দিনের মধ্যে তা নির্বাচন কমিশনে জানানোর নিয়ম রয়েছে। নির্ধারিত সময়ে তথ্য জানাতে ১৬ নভেম্বর আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টিসহ নিবন্ধিত ৪৪টি রাজনৈতিক দলকে চিঠি দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। একইদিন দলীয় প্রার্থীকে কার স্বাক্ষরে মনোনয়ন দেওয়া হবে তা ইসিকে অবহিত করতে বলা হয়। ওই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে ১৫টি নিবন্ধিত দল তাদের অবস্থান ইসিকে জানিয়েছে। তবে বিএনপিসহ বেশিরভাগ দল ইসির ওই চিঠির জবাব দেয়নি। বর্তমানে ইসিতে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৪৪টি। তবে বিএনপি সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য সহায়তা চাইলে তা করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মো. আলমগীর। রোববার নিজ কার্যালয়ে কয়েকজন সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, বিএনপি যদি বলে আমরা নির্বাচন করব, আমাদের সহায়তা করেন তাহলে অবশ্যই করব। তবে রাজনৈতিক দলকে কন্ট্রোল করার দায়িত্ব আমাদের নয়। যারা নির্বাচনে অংশ নেবে তাদের জন্য যতরকম চেষ্টা আছে তা করা হবে। যারা নির্বাচনে আসবে না তাদের ব্যাপারে কিছু করার নেই। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, প্রশাসন বা পুলিশের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে এবং তা প্রমাণিত হলে ইসি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।

ইসি সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রোববার পর্যন্ত অন্তত ১৫টি

রাজনৈতিক দলের চিঠি পেয়েছে ইসি। দলগুলো হচ্ছে-বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ, বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এমএল), গণতন্ত্রী পার্টি, বিকল্পধারা বাংলাদেশ, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন, জাতীয় পার্টি (জেপি), তৃণমূল বিএনপি, বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি-বিএসপি, গণফ্রন্ট, গণফোরাম এবং ন্যাশনাল পিপলস পার্টি-এনপিপি। এর মধ্যে নয়টি রাজনৈতিক দল নৌকা প্রতীক নিয়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোটগত নির্বাচনের আগ্রহের কথা জানিয়েছে। আরও জানা গেছে, জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের মনোনয়ন ও প্রতীক দলটির চেয়ারম্যান জিএম কাদের দেবেন বলে ইসিকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে। বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ ইসিকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, দলটির মহাসচিব মো. গোলাম মোস্তফা ভূঁইয়া দলীয় প্রার্থীদের মনোনয়নে সই দেবেন। ন্যাশনাল পিপলস পার্টি-এনপিপি গণতন্ত্র বিকাশ মঞ্চ নিয়ে জোটগতভাবে নির্বাচন করবে। যদিও জোটের অন্য শরিকরা ইসিতে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নয়।

ইসির কর্মকর্তারা জানান, যেসব রাজনৈতিক দল ইসিতে চিঠি দিয়েছে, সেগুলো নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে তা স্পষ্ট হলো। যদিও যেসব দল জোট ছাড়া এককভাবে নির্বাচনে অংশ নেবে তাদের ইসিতে তথ্য জানানোর বাধ্যবাধকতা নেই। তবে নির্বাচন কমিশন মনে করছে, শেষ পর্যন্ত বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল এ নির্বাচনে অংশ নেবে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল ১৫ নভেম্বর দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা করেন। ঘোষিত তফশিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় ৩০ নভেম্বর। মনোনয়নপত্র বাছাই ১-৪ ডিসেম্বর এবং প্রত্যাহারের শেষ সময় ১৭ ডিসেম্বর। প্রতীক বরাদ্দ ১৮ ডিসেম্বর। আর ভোটগ্রহণ হবে ৭ জানুয়ারি।

সূত্র: যুগান্তর

রাজধানীতে হরতালের প্রভাব নেই, সড়কে যানজট

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল প্রত্যাখ্যান করে বিএনপি-জামায়াত জোটের ডাকা ৪৮ ঘণ্টা হরতালের প্রথম দিন রবিবার রাজধানীর প্রধান প্রধান সড়কে সকাল থেকেই যানবাহনের চাপ ছিলো। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে সেই চাপ। হরতালকে উপক্ষো করে রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক পরীক্ষা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

রবিরবার সকালে রাজধানীর গাবতলী, মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড, আসাদগেট, মিরপুর সড়ক, ফার্মগেট, বিজয়সরণি, কারওয়ানবাজার, বাংলামোটর, প্রেস ক্লাব, পল্টন, গুলিস্তান, দৈনিক বাংলা, মতিঝিল এলাকা ঘুরে দেখা গেছে ব্যক্তিগত যানবাহনের পাশাপাশি গণপরিবহণও চলছে সমানতালে। সকাল ১১ টায় রাজধানীর মৎস্যভবন মোড় থেকে পল্টন মোড় পর্যন্ত যানবাহনের দীর্ঘ যানজট লেগে যায়। এসময় হরতালের সমর্থনে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্যের একটি ছোট মিছিল পল্টন থেকে প্রেস ক্লাব হয়ে কদম ফোয়ারা ঘুরে আবারও পল্টনের দিকে যেতে চাইলে জ্যামের করেণে বাধাগ্রস্থ হয়। দীর্ঘ সময় জ্যামের মধ্যেই আটকে থাকে আন্দোলনকারীরা।

হরতালের কারণে অফিসে যেতে বিলম্বে হচ্ছে জানিয়ে মোহাম্মদপুর থেকে আসা রুবেল আহমদ বলছিলেন, সকালে গাড়ি থাকলেও সংখ্যায় কম থাকায় যাত্রীদের চাপ ছিলো বেশি। যার ফলে নির্ধারিত সময়ে আসতে পারিনি। মিরপুর থেকে আসা বেসরকারি চাকরিজীবী রুখসানা জানান, তাকে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। রাস্তায় সময়ও নষ্ট হয়নি। মিরপুর-১০ থেকে মেট্রোরেলে করে অল্প সময়েই প্রেস ক্লাব এসে পৌঁছেছেন। উত্তরা থেকে আসা আব্দুর রহমান বলেন, তিনি জরুরি কাজে মতিঝিল আসতে সকালেই বাসা থেকে বের হয়েছেন। মেট্রোরেলে করে ৩০/৩৫ মিনিটেই মতিঝিল পৌঁছে গেছেন। কাজ শেষ করে আবার মেট্রোরেলেই উত্তরায় ফিরে যাবেন বলে জানান তিনি।

এদিকে মোহাম্মদপুর এলাকার স্কুল পাড়া হিসেবে পরিচিত আসাদ এভিনিউ, ইকবাল রোডসহ আশপাশের এলাকায় সকাল থেকে গণপরিবহণের বাইরে ব্যক্তিগত গাড়ির চাপ ছিল। আসাদ এভিনিউয়ের দুই পাশে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখো গেছে। ওই এলাকার প্রায় সবকটি স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা

চলছে। অভিভাবকরা অনেকটা ঝুঁকি নিয়ে বাচ্চাদেরকে স্কুলে নিয়ে এসেছেন।

ওয়াইডব্লিউসিএ স্কুলের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক শরীফ কাজী জানান, মেয়ের পরীক্ষা থাকার কারণে তিনি শ্যামলী থেকে মেয়েকে নিয়ে স্কুলে এসেছেন। বৃহস্পতিবার হরতালের কারণে স্কুল কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা না নিলেও আজকে ঠিকই পরীক্ষা নিচ্ছেন। শরীফ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এই বার্ষিক পরীক্ষার সময় এসব হরতাল-অবরোধ মানুষকে ভোগান্তিতে ফেলেছে। রাজধানীতে হরতালের কোনো প্রভাব নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, গাড়ি চললেও সমস্যা হচ্ছে আতঙ্ক। এই যে, কখন কোথায় গাড়িতে আগুন দেয় সেটা তো কেউ বলতে পারে না। তাই একটা বড় ঝুঁকি নিয়েই বের হতে হয়।